WWW.BANGLABOOK.COM

'মানুষ মোটেই Rational প্রাণী নয়। সমস্ত পশুপাখি, কীটপতঙ্গ Rational, মানুষ নয়। যখন বৃষ্টি হয়, পাখি তখন বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার জন্যে গাছের নিচে আশ্রয় নেয়। এর কোনো ব্যতিক্রম নেই। মানুষের ভেতর ব্যতিক্রম আছে। এদের কেউ-কেউ ইচ্ছা করে বৃষ্টিতে ভেজে। কেউ-কেউ গাছের নিচে দাঁড়ায় ঠিকই, কিন্তু মন পড়ে থাকে বৃষ্টিতে। সে মনে-মনে ভিজতে থাকে।'

'হিমু সাহেব।'

'জ্বি?'

'আপনি কিছুই খাচ্ছেন না। খাবারটা কি আপনার পছন্দ হচ্ছে না?'

'জ্বি-না, সবকিছুর মধ্যে ধোঁয়া-ধোঁয়া গন্ধ পাচ্ছি।'

ডাক্তার সাহেব বিল মিটিয়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, আপনাকে কোথায় নামিয়ে দেব বলুন।

'কোথাও নামাতে হবে না। আমি এখান থেকেই হেঁটে-হেঁটে চলে যাব।'

'অনেকটা দূর কিন্তু।'

'খুব দূর নয়। আবার কবে আপনার কাছে আসব, ডাক্তার সাহেব?'

'আপনাকে আর আসতে হবে না। আমি আপনার চিকিৎসা করব না।'

'আপনার কি ধারণা আমি অসুস্থ না?'

'বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, গুড নাইট।'

বাসায় ফিরতে ফিরতে রাত একটা বেজে গেল। মেসের অফিসে বাতি জ্বালিয়ে জীবনবাবু বসে আছেন। আমাকে দেখেই বললেন, আপনার জন্যে বসে আছি হিমু ভাই। আপনাকে বলেছি না, আমি একটা ভয়ংকর বিপদে পড়েছি?

বিপদের কথাটা বলতে চান?

'জ্বি।'

'আসুন আমার ঘরে। বলুন।'

WWW.BANGLABOOK.COM

জীবনবাবু অনেকক্ষণ আমার ঘরের চৌকিতে বসে থেকে, কিছু না বলেই চলে গেলেন। খুব জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। আমার ঘরের জানালার একটা কাঁচ ভাঙা। শীতের ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। জীবনবাবুকে বলতে মনে থাকে না। আজ কী বার? বৃহস্পতিবার? পাশের ঘরে তাস খেলা হচ্ছে। হৈচৈ শোনা যাচ্ছে। বিছানায় যাবার পর লক্ষ করলাম — মাথাধরা শুরু হয়েছে। ইরতাজুল করিম সাহেবকে এই মাথাধরার কথাটা বলা হয়নি।

WWW.BANGLABOOK.COM

৮

টেলিফোন করার জায়গা পাচ্ছি না। গ্রীন ফার্মেসি বন্ধ। কম্পিউটারের নতুন একটা সার্ভিস সেন্টার হয়েছে। ওদের টেলিফোন আছে — গেলেই টেলিফোন করতে দেয়। সার্ভিস সেন্টারটিও বন্ধ। এসেছি তরঙ্গিণী স্টোরে। নতুন ছেলেটা আমাকে দেখেই বলল, টেলিফোন নষ্ট। মিথ্যা বলছে বোঝাই যাচ্ছে। বলার সময় মুখের চামড়া শক্ত হয়ে গেছে। সে মনে হয় আগে থেকে ঠিক করে রেখেছিল — আমাকে দেখলেই বলবে, "টেলিফোন নষ্ট।"

আমি আন্তরিক ভঙ্গিতে বললাম, গোটা দশেক টাকা দিলে কি ঠিক হবে?

'বললাম তো নষ্ট।'

'আপনার চাকরি কতদিন হয়েছে?'

'তা দিয়া আপনের কী প্রয়োজন?'

'কোনো প্রয়োজন নেই, এমনি জিজ্ঞেস করছি। মুহিব এসেছিল এর মধ্যে?'

'না।'

'ওর ঠিকানা জানেন?'

'না।'

'আপনার ঠিকানা কি?'

'আমার ঠিকানা দিয়া কী করবেন?'

ছেলেটা কঠিন গলার স্বর বের করছে। একে বিরক্ত করতে ভাল লাগছে। কি করে আরো রাগিয়ে দেয়া যায় তাই ভাবছি।

'আপনাদের এই দোকান খোলে কখন?'

WWW.BANGLABOOK.COM

'খামাখা প্যাচাল পাড়তেছেন ক্যান। সওদা করার থাকলে সওদা করেন, নয়তো যান গিয়া।'

'আপনার ঠিকানাটা তো এখনও বলেননি?'

'আরে দুত্তেরি।'

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললাম, বল পয়েন্ট কলম আছে? দেখান দেখি।

সে একটা কলম সামনে রাখল। তাকে দেখে মনে হচ্ছে কলম দিয়ে খোঁচা মেরে সে যদি আমার চোখ গেলে দিতে পারত তাহলে খুশি হত।

WWW.BANGLABOOK.COM

'দাম কত?'

'দশ টাকা।'

'বাংলাদেশি বল পয়েন্ট না?'

'হুঁ।'

'এগুলি তিন টাকা করে বাইরে বিক্রি হয়। আপনার এখানে দশ টাকা কেন?'

'আপনে বাইরে থাইক্যা কিনেন।'

'আমি আপনার এখান থেকেই কিনতে চাচ্ছি। তিন টাকার জিনিস বেশি হলে চার টাকা হবে। তার চেয়েও বেশি হলে হবে পাঁচ। দশ টাকা কেন?'

'দাম বেশি ঠেকলে নিবেন না।'

মানিব্যাগ খুলে আমি আমার শেষ সম্বল দশ টাকার নোটটা দিয়ে তিন টাকা দামের বল পয়েন্ট কিনে বের হয়ে এলাম। টাকার সন্ধানে যেতে হবে। মাসের প্রথম তারিখে ফুপা আমাকে চার শ' টাকা দেন। শর্ত একটাই — আমি কখনো তাঁর বাসায় যেতে পারব না। তাঁর ছেলে বাদল যেন কখনো আমার দেখা না পায়। ফুপার ধারণা, আমার প্রভাবে বাদলের সর্বনাশ হচ্ছে। বাদলকে বাঁচানোর একমাত্র উপায় আমার কাছ থেকে দূরে রাখা। দু' মাস ফুপার কাছ থেকে টাকা নেয়া হয়নি।

ফুপার অফিসঘরে শীতকালেও এয়ার কুলার চলে। এয়ার কুলারের বিজবিজ আওয়াজ না হলে বোধহয় তাঁর মেজাজ আসে না।

'কেমন আছেন ফুপা?'

ফুপা ফাইল থেকে মুখ না তুলেই বললেন, ভেতরে আস। অনেক দিন দেখা হয় না। তোমাকে তুই করে বলতাম, না তুমি করে বলতাম ভুলে গেছি। ভাল আছ?

'জ্বি।'

'আমি মোটামুটি নিশ্চিত ছিলাম যে তুমি জেলে আছ। তোমার মতো লোক দীর্ঘদিন বাইরে ঘুরে বেড়াতে পারে না। একসময়–না–একসময় তাদের জেলে ঢুকতে হয়। এর মধ্যে পুলিশ ধরেনি তোমাকে?'

WWW.BANGLABOOK.COM

'না।'

'আমি অবশ্যি বাদলকে বলেছি — তুমি জেলে আছ। তোমার এক বছরের সাজা হয়েছে। না বললে তোমার খোঁজ বের করার জন্যে অস্থির হয়ে পড়ত।'

'আমি কি বসব ফুপা?'

ফুপা বিস্মিত হয়ে বললেন, অনুমতি নিচ্ছ কেন? বস।

http://freebooks2owebs.com

WWW.BANGLABOOK.COM

'আপনার অফিসে ঢুকলেই নিজেকে অফিসের একজন কর্মচারী বলে মনে হয়। আপনাকে মনে হয় বড় সাহেব। সামনে বসতে ভয় লাগে।'

ফুপা খুশি হলেন। ফাইল সরিয়ে আমার দিকে তাকালেন।

'তোমার টাকা আলাদা করে রেখেছি।'

'থ্যাংকস ফুপা।'

'নাও, খাম দুটা রাখ। চার শ' চার শ' করে আট শ' আছে।'

খাম পকেটে ভরলাম। ফুপা আমার দিকে খানিকটা ঝুঁকে এসে বললেন, তুমি ইচ্ছা করলে আমার অফিসে কাজ করতে পার। এন্ট্রি লেভেলে অফিসারের একটা পোস্ট খালি হয়েছে। আমরা অ্যাডভার্টাইজ করব না। অ্যাডভার্টাইজ করলে সামাল দেয়া যাবে না। তুমি চাইলে আজই তোমাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়া যেতে পারে।

'বেতন কত?'

'বেসিক তিন হাজার প্লাস ফর্টি পারসেন্ট হাউস রেন্ট। টু হানড্রেড কনভেন্স। থ্রী হানড্রেড মেডিকেল — হিসেব কর। কত হল?'

'জটিল হিসাব আমাকে দিয়ে হবে না ফুপা। তবে আমি খুব ভাল একজন লোক দিতে পারি। ভেরি অনেস্ট।'

'তোমার কাছে তো আমি লোক চাইনি।'

'তা চাননি। তবু হাতে যখন আছে তখন বললাম। আমার জানামতে তাঁর মতো মানুষ এই পৃথিবীতে দ্বিতীয় কেউ নেই। এর উপর আমি আট শ' টাকা বাজি রাখতে পারি। এই টাকাটাই আমার সম্বল। আপনি যদি এমন কাউকে পান যে ঐ লোকটার মতো, তাহলে আমি সঙ্গে-সঙ্গে আপনাকে আট শ' টাকা দিয়ে দেব।'

ফুপা চুরুট ধরাতে ধরাতে বললেন, কি আছে লোকটার যা অন্য কারোর নেই?

'সে তার বাড়ির সামনে একটা আমগাছ দেখতে পায়, যদিও সেখানে কোনো গাছ নেই। কোনোকালে ছিলও না। সে পরিষ্কার আমগাছ দেখে, গাছে পাখি বসে থাকতে দেখে। পাখির কিচিরমিচির শুনতে পায়।'

WWW.BANGLABOOK.COM

ফুপা বিস্মিত হয়ে বললেন, তুমি এই বদ্ধ উন্মাদকে আমার এখানে চাকরি দিতে চাচ্ছ?

'জ্বি।'

'কেন বল তো?'

'ভদ্রলোকের চাকরি খুব দরকার। উনি অসুস্থ। এপিলেপ্সি আছে। আগে ভাল চাকরি করতেন। এখন চাকরি নেই। যদি চাকরি হয় মানসিক শক্তি পাবেন। এতে

WWW.BANGLABOOK.COM

শরীর সুস্থ হতে থাকবে।'

'তোমার ধারণা,আমার অফিস পাগল সারাবার কারখানা?'

'না, তা হবে কেন?'

'একে উন্মাদ, তার উপর এপিলেপটিক পেশেন্ট, তাকে তুমি আমার এখানে চাকরি দেবার কথা ভাবলে কি করে বল তো?'

'আর ভাবব না ফুপা। এখন তাহলে যাই?'

'যাও। খবর্দার, বাসায় আসবে না।'

'বাদল আছে কেমন?'

'ও ভালই আছে। তোমার প্রভাব থেকে দূরে আছে, ভাল না থাকার তো কোনো কারণ নেই।'

'আমি কি ওর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে পারি ফুপা? অনেক দিন দেখি না — কথা বলতে ইচ্ছা করে।'

'অসম্ভব! টেলিফোন করতে পারবে না। একেবারেই অসম্ভব।'

'বলব — ঢাকা সেন্ট্রাল জেল থেকে বিশেষ অনুমতি নিয়ে টেলিফোন করা হচ্ছে। মিনিট দুই কথা বলব। দু' মিনিটে কী আর হবে!'

'কিছু হবার থাকলে দু' মিনিটেই হবে। বাদলের মাথা খারাপ হয়েই আছে — ঠিক করার চেষ্টা করছি। তোমার টেলিফোন পেলে — আর ঠিক হবে না। হিমু, তুমি বিদেয় হও। ক্লিয়ার আউট। এখন থাক কোথায়?'

কোথায় থাকি বলতে যাচ্ছিলাম, ফুপা আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, থাক, বলতে হবে না। জানতে চাচ্ছি না।

আমি ঘর ছেড়ে বেরুবার আগে বললাম, ফুপা। বাদলের ব্যাপারে একটা ক্ষুদ্র সমস্যা হতে পারে। ঐ সমস্যাটা নিয়ে কি ভেবেছেন?

'কি সমস্যা?' WWW.BANGLABOOK.COM

'আমি জেলে আছি শুনে সেও ভাবতে পারে জেলে যাওয়াটা প্রয়োজনীয়। কাজেই জেলে যাবার একটা চেষ্টা করতে পারে।'

ফুপার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। আমি চলে এলাম। মজনু মিয়ার ভাতের হোটেলে যেতে হবে। ভাতের বিল দিতে হবে। অনেক টাকা বাকি পড়ে আছে।

মজনু মিয়ার হোটেলে খুব ভিড়। প্রচুর কাস্টমার। সবার জায়গা হচ্ছে না। কেউ-কেউ দাঁড়িয়ে আছে। মজনু মিয়া টাকা গুনতে হিমশিম খাচ্ছে। আমাকে দেখে শীতল

WWW.BANGLABOOK.COM

গলায় বলল, ভাইজান, কথা আছে।

'কি কথা — সাধারণ না প্রাইভেট?'

'প্রাইভেট।'

আমি প্রাইভেট কথা শোনার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বসার জায়গা নেই। দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। মজনু মিয়া তার ছোট ভাইটাকে ক্যাশে বসিয়ে এগিয়ে এল। আমি বললাম, খুব ভাল বিজনেস হচ্ছে, মজনু মিয়া। ব্যাপার কি?

'ব্যবসাপাতি হইল আপনার ভাগ্যের ব্যাপার। কখন কি হয় কিছু বলা যায় না। কয়েকদিন ধরে দেখতেছি আমার সামনের হোটেলের সব বান্ধা কাস্টমার এইখানে আসতেছে।'

'বয়–বাবুর্চি তো বাড়াতে হবে। এরা পারছে না। আরো কয়েকজন নিন।'

'দেখি।'

'আর এদের বেতন বাড়িয়ে দিন।'

'বাজে কথা বলবেন না তো হিমু ভাই। বাজে কথা শুনতে ভাল লাগে না।'

'আচ্ছা যান। বাজে কথা বলব না। আপনার প্রাইভেট কথা শুনব। প্রাইভেট কথাটা কি?'

'আপনি যে আপনার এক ভাগ্নেকে গছায়ে দিয়ে গেলেন — তার আছে মৃগী বেরাম। ঐ দিন দুপুরে শরীর কাঁপতে কাঁপতে পড়ে গেল। কেলেঙ্কারি অবস্থা। কাস্টমাররা সব খাওয়া ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছে।'

'তাতে অসুবিধা কী?'

'অসুবিধা আছে না? এইরকম রোগী নিয়ে কারবার করলে তো হবে না ভাইজান। দোকানের বদনাম হবে। লোক আসা কমে যাবে। আপনে উনারে আমার দোকানে আসতে নিষেধ করে দেবেন।'

'আচ্ছা, নিষেধ করে দেব।'

WWW.BANGLABOOK.COM

'আপনি রাগ হলেও কিছু করার নাই। আপনার জন্য সব মাপ। কিন্তু হিমু ভাই — পাগল, ছাগল, মৃগীরোগী এদের আমি দোকানে ঢুকাব না। ঐদিন আপনার ভাগ্নেরে দেখে আমি কানে হাত দিয়েছি। অনেক কাস্টমার বাইরে দাঁড়া হয়েছিল। গণ্ডগোল দেখে ভিতরে ঢুকে নাই। আপনার ভাগ্নেরে আমি বলে দিয়েছি আর যেন এখানে না আসে।'

'আপনি নিজেই বলে দিয়েছেন?'

'জ্বি ভাইজান, আমিই বলেছি। মৃগীরোগী আমার দরকার নাই।'

WWW.BANGLABOOK.COM

'আমি পকেট থেকে সিগারেট বের করতে করতে বললাম, রুগ্‌ণ মানুষের প্রতি মমতা দেখানোর বদলে আপনি দেখাচ্ছেন ঘৃণা। এটা কি ঠিক হচ্ছে? রোগটা তো আপনারো হতে পারত। তা ছাড়া এই যে আজ আপনার দোকানে এত বিক্রি বেড়েছে, হয়তো আমার ভাগ্নের কারণেই বেড়েছে। এই ক'দিন তাকে যত্ন করে খাইয়েছেন বলেই বেড়েছে। এখন তাকে বিদেয় করে দিয়েছেন — দেখা যাবে হুট করে বিক্রিবাটা পড়ে যাবে।'

'আমাকে ভয় দেখায়ে লাভ নাই হিমু ভাই। আমি ভয় খাওয়ার লোক না। ঐ মৃগীরোগী আমি আর দোকানে ঢুকতে দেব না।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

'আপনি মনে কিছু নিবেন না হিমু ভাই। আপনার জন্যে আমি আছি। অন্য কারো জন্যে না।'

আমি মজনু মিয়ার টাকাপয়সা মিটিয়ে মোরশেদ সাহেবের খোঁজে গেলাম। খিলগাঁয়ে তাঁর বাড়িতে তাঁকে পাওয়া গেল না। ঘর তালাবন্ধ। বাড়িওয়ালাকে খুঁজে বের করলাম। বয়স্ক ভদ্রলোক। তিনি আমাকে খুব আন্তরিকতার সঙ্গেই ঘরে নিয়ে বসালেন। বললেন, উনি বাসা ছেড়ে দিয়েছেন। আমি বললাম, কোথায় আছে জানেন?

'জ্বি-না।'

'বাসা ছেড়েছেন কবে?'

'গত পরশু। দু' মাসের ভাড়া পাওনা ছিল। উনি ভাড়াটাড়া সব মিটিয়ে দিয়ে গেছেন। আমি বললাম, থাক্, ভাড়া দিতে হবে না। বাদ দেন। রাজি হলেন না।'

'জিনিসপত্রগুলি কোথায়?'

'জিনিসপত্র কিছু তো ছিল না। একটা খাট, কিছু চেয়ার-টেবিল। ঐসব একটা ঘরে তালা দিয়ে রেখেছি। বলেছি, একসময় এসে নিয়ে যাবেন, কোনো অসুবিধা নাই। ভদ্রলোকের উপর মায়া পড়ে গিয়েছিল, বুঝলেন? ভাল চাকরি করছিল, সুন্দর সংসার — হঠাৎ কি হয়ে গেল দেখেন। সব ছারখার। যাবার সময় বাসার সামনে খোলা জায়গাটায় দাঁড়িয়ে খুব কাঁদছিলেন। দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমার বড় বৌমা বলল, বাবা, উনাকে বলেন — বাসা ছাড়ার দরকার নাই। উনাকে থাকতে বলেন। এইগুলা হচ্ছে ভাই ভাবের কথা। সংসার তো ভাই ভাবের কথায় চলে না।'

'তা তো ঠিকই।'

WWW.BANGLABOOK.COM

WWW.BANGLABOOK.COM

'বিনা পয়সায় থাকতে দিলে আমার চলে কী করে। আমি তো এতিমখানা খুলি নাই। এই কথাই বৌমাকে বুঝায়ে বললাম।'

'উনি কী বললেন?'

'কিছু বলে নাই। চুপ করে ছিল। লক্ষ্মী মেয়ে। শ্বশুরের মুখের উপর কোনো কথা বলবে না। তারপর শুনি — রাতে ভাত না খেয়ে শুয়ে পড়েছে। আমি বললাম, ভাত খাও নাই কেন, মা? সে বলল, মানুষটার জন্যে মনটা খুব খারাপ লাগছে বাবা। ভাত খেতে ইচ্ছা করছে না। কি রকম করে কাঁদছিল! যাই হোক, মেয়েছেলের কথা বাদ দেন। মেয়েছেলে বিড়ালের জন্যেও কাঁদে। এখন বলেন আপনি উনার কে হন?'

'সম্পর্কে মামা হই।'

'ও আচ্ছা। খুশি হয়েছি আপনার সঙ্গে কথা বলে।'

আমি বললাম, আপনার বড় বৌমাকে একটু ডাকবেন?

'কেন?'

'একটু দেখব। ভালমানুষ দেখার মধ্যেও পুণ্য আছে। যদি অসুবিধা না হয় একটু ডাকুন।'

ভদ্রলোক বিস্মিত হয়েই তাঁর বড় বৌমাকে ডাকলেন। সাদাসিধা সরল চেহারার মেয়ে, দু' বছরের একটা বাচ্চা কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কত বয়স হবে মেয়েটির? খুব বেশি হলে উনিশ-কুড়ি। তার কোলের শিশুটিও অবিকল তার মতো দেখতে। মা এবং শিশু যেন একই ছাঁচে তৈরী। আমি বললাম, আপনি কেমন আছেন?

মেয়েটি জবাব দিল না।

আমি বললাম, আপনার ছেলেটার কি নাম রেখেছেন?

মেয়েটি এই প্রশ্নেরও জবাব দিল না। বাচ্চা নিয়ে ভেতরে চলে গেল। বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক বললেন, আমার বৌমা খুব লাজুক স্বভাবের। বাইরের কারোর সঙ্গে কথা বলতে পারে না।

WWW.BANGLABOOK.COM

আমি বললাম, আমি কথা বলতে চাইওনি। শুধু দেখতে চেয়েছি। আচ্ছা ভাই, যাই।

'আপনার ভাগ্নেকে বলবেন জিনিসপত্র সাবধানে রাখা আছে। যেন চিন্তা না করে।'

'জ্বি আচ্ছা, বলব। আপনার অনেক মেহেরবানী।'

http://freebooks.5owebs.com

WWW.BANGLABOOK.COM

৯

নীতুর একটি চিঠি এসেছে। নীতুর স্বভাবও দেখা যাচ্ছে ইয়াদের মতো। চিঠি পাঠিয়েছে ইংরেজিতে টাইপ করে। ডাকে পাঠায়নি, হাতে-হাতে পাঠিয়েছে। নীতুর ম্যানেজার চিঠি নিয়ে এসেছে। তার উপর নির্দেশ, চিঠি আমার হাতে দিয়ে অপেক্ষা করবে এবং জবাব নিয়ে যাবে।

বড়লোকের ম্যানেজার শ্রেণীর কর্মচারীরা নিজের প্রভু ছাড়া সবার উপর বিরক্ত হয়ে থাকে। এই ভদ্রলোককে দেখলাম মহা বিরক্ত। প্রায় ধমকের স্বরে বলল, কোথায় থাকেন আপনি?

'কেন বলুন তো?'

'এই নিয়ে দশবার এসেছি। বসে যে অপেক্ষা করব সেই ব্যবস্থাও নেই। মেসের অফিস বন্ধ। একজনকে বললাম একটা চেয়ার এনে দিতে, সে আচ্ছা বলে চলে গেল। আর তার দেখা নেই।'

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, এর পর যখন আসবেন একটা ফোল্ডিং চেয়ার সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন।

ম্যানেজারের মুখ কঠিন হয়ে গেল। মনে হচ্ছে এ-জাতীয় কথাবার্তা শুনে সে অভ্যস্ত নয়। নীতুর চিঠি বের করে বলল, চিঠি পড়ে জবাব লিখে দিন। আপা বলেছেন — জবাব নিয়ে যেতে।

'এখন চিঠি পড়তে পারব না।'

ম্যানেজার হতভম্ব গলায় বলল, এখন চিঠি পড়তে পারবেন না?

'জ্বি-না।'

WWW.BANGLABOOK.COM

'চিঠি আপা পাঠিয়েছেন।'

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, আপাই পাঠাক আর দিদিমণিই পাঠাক, চিঠি এখন পড়ব না।

'কখন পড়বেন?'

'তাও তো বলতে পারছি না। আমার মাথাধরা রোগ আছে। খারাপ ধরনের মাথাধরা। এখন সেটা শুরু হয়েছে। আমি খুব ঠাণ্ডা পানিতে অনেকক্ষণ ধরে গোসল করব। তারপর দরজা-জানালা বন্ধ করে ঘুমাব। ঘুম থেকে উঠে যদি দেখি মাথাব্যথা

WWW.BANGLABOOK.COM

সেরেছে, তখন পড়তে পারি। আবার নাও পারি।'

'জরুরি চিঠি।'

'আমার ঘুমটা চিঠির চেয়েও জরুরি। আপনি বরং এক কাজ করুন, এখন চলে যান। রাতে একবার খোঁজ নেবেন।'

'আপাকে কি বলব আপনি চিঠি পড়তে চাচ্ছেন না?'

আমি ম্যানেজারের মুখের দিকে তাকালাম, সে আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে। মানুষজন দ্রুত বদলে যাচ্ছে — সবাই ভয় দেখাতে চায়। ভয় দেখিয়ে কাজ সারতে চায়।

কেউ ভয় দেখালে উল্টা তাকে ভয় দেখাতে ইচ্ছা করে। ম্যানেজার ব্যাটাকে চূড়ান্ত রকমের ভয় কী করে দেখানো যায়? মাথায় কিছুই আসছে না। ম্যানেজার কঠিন মুখ করে বলল, আমি কি উনাকে বলব যে উনি বলেছেন যখন উনার ইচ্ছা হয় তখন পড়বেন। এখন ইচ্ছা হচ্ছে না।

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, বলতে পারেন।

'আচ্ছা, বলব।'

'চিঠিটা সঙ্গে করে নিয়ে যান। রাতে যখন আসবেন তখন নিয়ে আসবেন।'

'আপনি কাজটা ঠিক করছেন না।'

'সবাই তো আর ঠিকঠাক কাজ করে না। কেউ-কেউ ভুলভাল কাজ করে। আমি ভুলভাল কাজ করতেই অভ্যস্ত। আপনি চিঠি নিয়ে চলে যান।'

'জ্বি-না, আমি অপেক্ষা করব।'

'বেশ, অপেক্ষা করুন। আমার ঘরে একটা চেয়ার আছে। বের করে নিয়ে যান। বারান্দায় বসুন। শুভ বিকাল।'

আমি চেয়ার বের করে দিলাম। দীর্ঘ সময় নিয়ে গোসল সারলাম। ম্যানেজার বসে আছে মূর্তির মতো। আমি দরজা বন্ধ করে ঘুমাতে গেলাম। ঘুম ভাঙল সন্ধ্যায়। দরজা না খুলেই ডাকলাম, ম্যানেজার সাহেব।

WWW.BANGLABOOK.COM

'জ্বি?'

'আপনি এখনো আছেন?'

'জ্বি।'

'সঙ্গে গাড়ি আছে?'

'আছে।'

'তাহলে তরঙ্গিণী স্টোরে চলে যান। একটা বল পয়েন্ট কিনে আনবেন। চিঠির

WWW.BANGLABOOK.COM

জবাব লিখতে হবে। আমার কাছে একটা বল পয়েন্ট আছে। দশ টাকা দিয়ে কিনেছিলাম — লেখা দিচ্ছে না।'

'আমার কাছে কলম আছে।'

'আপনার কলমে কাজ হবে না। আমাকে লিখতে হবে নিজের কলমে।'

'তরঙ্গিণী স্টোর থেকেই কিনতে হবে?'

'জ্বি।'

'স্টোরটা কোথায়?'

'বলছি। আপনার কাছে বল পয়েন্টের দাম হয়ত তিন টাকা চাইবে কিন্তু আপনি দেবেন দশ টাকা। নিতে না চাইলে জোর করে দেবেন।'

ম্যানেজার নিঃশ্বাস ফেলে বলল, জ্বি আচ্ছা, দেব। আপনি দয়া করে চিঠিটা পড়ুন। তার কঠিন ভাব এখন আর নেই। এখন সে ভীত চোখেই আমাকে দেখছে।

আমি দরজা খুলে চিঠি নিলাম। ম্যানেজার সাহেবকে তরঙ্গিণী স্টোরটা কোথায় বুঝিয়ে বললাম। ভদ্রলোক আর একবার বলল, অন্য কোনো জায়গা থেকে কিনে আনলে হবে না?

আমি কঠিন গলায় বললাম, না।

নীতু লিখেছে —

হিমু সাহেব,

আশা করি সুখে আছেন। অবশ্যি আমার আশা করা না করায় কিছু যায় আসে না। আপনি সব সময় সুখেই থাকবেন, এবং আপনার আশেপাশের মানুষদের নানানভাবে বিভ্রান্ত করবেন, বিপদে ফেলবেন। অন্যদের সমস্যায় ফেলাতেও সুখ আছে। সেই সুখের ঘাটতি আপনার কখনো হয় না।

WWW.BANGLABOOK.COM

আপনি নিশ্চয়ই ইতোমধ্যে জেনেছেন যে আপনার বন্ধু অবশেষে আপনার সুচিন্তিত পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। তিনি ভিখিরি হয়েছেন। ভিখিরির মতো সাজসজ্জা করে পথে-পথে ঘুরছেন। এমন হাস্যকর ব্যাপার যে ঘটতে পারে তা কোনোদিনও কল্পনা করিনি। ইয়াদ বুদ্ধিমান নয় এই তথ্য আপনি যেমন জানেন, আমিও জানি। কিন্তু ও যে কতটা বোকা তা আপনিই চোখে আঙুল দিয়ে আমাকে দেখালেন।

ইয়াদের আত্মীয়স্বজনদের আমি বলেছি ব্যাপারটা আর কিছুই না,

http://freebooks.50webs.com

WWW.BANGLABOOK.COM

ইয়াদের একধরনের খেলা। ওরা ব্যাপারটা সেভাবেই নিয়েছে, এবং বেশ মজাও পাচ্ছে। কিন্তু আমি তো জানি ব্যাপারটা খেলা হলেও আপনার জন্যে খেলা, ইয়াদের জন্যে নয়। আপনি যে খেলা খেলছেন তা হল dangerous game. আশা করি আপনি জানেন খেলা কোথায় শেষ করতে হয়।

আমি দু' জন লোক ইয়াদের পেছনে লাগিয়ে রেখেছি। ওরা সব সময় তার দিকে লক্ষ রাখছে। আমার ধারণা ছিল, দু' দিন পার হবার আগেই ওর মোহভঙ্গ হবে এবং সে বাড়িতে ফিরে আসবে। আমাকে জোর খাটিয়ে কিছু করতে হবে না। কিন্তু সে বাসায় ফিরছে না। আপনি এই চিঠি পাওয়ামাত্র এমন ব্যস্থা করবেন যেন সে বাড়িতে ফিরে আসে। আমি একটি ব্যাপার খুব পরিষ্কার করে আপনাকে জানাতে চাই, তা হল — ও বোকা হোক, যাই হোক, ওকে আমি অসম্ভব ভালবাসি।

ভালবাসা মাপার যন্ত্র বের হয়নি। বের হলে আমার ভালবাসার পরিমাণ আপনাকে মেপে দেখাতাম। ওর কোনোরকম ক্ষতি আমি সহ্য করব না। কাউকে সেই ক্ষতি করতেও দেব না। ও কোথায় রাত্রি যাপন করে তা আমাদের ম্যানেজার সাহেব জানেন। উনিই আপনাকে সেখানে নিয়ে যাবেন।

ওর মাথা থেকে ভূত সরিয়ে আপনি ওকে আমার কাছে ফিরিয়ে দেবেন এবং আর কোনোদিনও ওর সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন না। আপনার জন্যে এই কাজ কঠিন নয়, বেশ সহজ। এই সহজ কাজের জন্যে আমি অনেক বড় মূল্য দিতে প্রস্তুত আছি। Tell me your price.

আরো কিছু কথা বলার ছিল, ক্লান্ত বোধ করছি।

নীতু

WWW.BANGLABOOK.COM

আমি চিঠি শেষ করে ডাকলাম, ম্যানেজার সাহেব!

ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ সাড়া দিল, জ্বি স্যার।

'আপনাকে কি চিঠির জবাব নিয়ে যেতে বলেছে?'

'জ্বি।'

'বল পয়েন্ট এনেছেন?'

'জ্বি।'

'কত নিয়েছে?

WWW.BANGLABOOK.COM

'চার টাকা চেয়েছিল — আপনি দশ টাকা দিতে বলেছেন, দিয়েছি। নিতে চাচ্ছিল না। আপনার কথা বলে জোর করে দিয়ে এসেছি।'

'ভাল করেছেন।'

'আপনি কি চিঠির জবাব দেবেন?'

'না। তবে আপনাকে নিয়ে ইয়াদের খোঁজে যাব। চলুন যাওয়া যাক।'

'এখন গেলে উনাকে পাওয়া যাবে না। উনার একটা ঘুমাবার জায়গা আছে — রাত এগারোটার দিকে সেখানে ফেরেন।'

'তাকে কি এখন ভিখিরির মতো লাগে?'

'জ্বি, লাগে।'

'ভিক্ষা শুরু করেছে?'

'জ্বি–না।'

'চলছে কীভাবে?'

'তা ঠিক জানি না। কিছু টাকাপয়সা নিয়ে বের হয়েছিলেন বলে মনে হয়।'

'খাওয়াদাওয়া করছে?'

'প্রথম দিন কিছু খাননি। রাতে একটা পাউরুটি খেয়েছেন।'

'তারপর?'

'আমি শুধু প্রথম দিনের খবরই জানি।'

'ওর দিকে লক্ষ রাখার জন্যে লোক রাখা আছে না?'

'জ্বি–আছে।'

'ম্যানেজার সাহেব, আপনি নিজে কি খাওয়া–দাওয়া করেছেন, না দুপুর থেকে এখানেই বসে আছেন?'

'খাইনি কিছু।'

'যান, খেয়ে আসুন।'

'জ্বি–না।'

'না কেন?'

WWW.BANGLABOOK.COM

ম্যানেজার জবাব দিল না। আমি বললাম, নীতু কি বলে দিয়েছে আমাকে এক মুহূর্তের জন্যেও চোখের আড়াল না করতে?

'জ্বি।'

'তা হলে চলুন। আমার সঙ্গেই চলুন। আপনাকে খাইয়ে আনি।'

'লাগবে না।'

'আসুন যাই।'

'স্যার, আমি কিছু খাব না।'

http://freebooks.50webs.com

WWW.BANGLABOOK.COM

১০

রাত এগারোটায় ইয়াদের সন্ধানে বের হলাম।

ইয়াদ থাকে মীরপুর দশ নম্বরে, সিঅ্যান্ডবি গুদামে। গুদামের ভেতর গাদাগাদি করে রাখা রাস্তার কালভার্টের সিরামিক স্ল্যাব। দেখতে বিশাল আকৃতির সিলিন্ডারের মতো। তার একটিতে ইয়াদের সংসার। বাইরে থেকে ইয়াদ বলে ডাকতেই সে খুশি-খুশি গলায় বলল, চলে আয়। মাথা নিচু করে ঢুকবি। দাঁড়া এক সেকেণ্ড, বাতি জ্বালাই। সে কুপি জ্বালল। আমি ঢুকলাম। ভক করে খানিকটা পচা দুর্গন্ধ নাকে ঢুকল।

'গন্ধে নাড়িভুঁড়ি উল্টে আসছে রে ইয়াদ!'

'প্রথম খানিকক্ষণ গন্ধ পাবি। তারপর পাবি না। মাথা নিচু করে ঢোক্।'

সিলিন্ডার স্লাবের এক মাথা পলিথিন দিয়ে মোড়ানো, অন্য মাথায় চটের পর্দা। নিচে পুরানো একটা কম্বল লম্বালম্বি বিছানো। কম্বলের উপর ইয়াদ হাসিমুখে বসে আছে।

'তুই আসবি জানতাম। ইচ্ছা করেই তোকে খবর দিইনি। তুই হচ্ছিস গ্রে হাউন্ড টাইপ। গন্ধ শুঁকে-শুঁকে চলে আসবি। আমার সংসার কেমন দেখছিস?'

'মন্দ না।'

'মন্দ না মানে? একসেলেন্ট। শীত টের পাচ্ছিস?'

'না।'

'পুব-পশ্চিমে মুখ করা। উত্তরী বাতাস ভেতরে ঢোকার কোনো উপায় নেই। মশা লাগছে?'

'না।'

WWW.BANGLABOOK.COM

'এক মুখ পলিথিন দিয়ে ঢাকা, অন্য মুখে চটের পর্দা। মশা ঢোকার কোনো উপায় নেই।'

'এরকম আরামের জায়গার খোঁজ পেলি কোথায়?'

'এরচেয়েও আরামের জায়গা আছে। ভাড়া বেশি।'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, ভাড়া দিতে হয়!

'অবশ্যই দিতে হয়।'

WWW.BANGLABOOK.COM

'এর ভাড়া কত?'

'দু' টাকা।'

'মাসে দু' টাকা?'

ইয়াদ বিরক্ত হয়ে বলল, তুই কি পাগলটাগল হয়ে গেলি? শায়েস্তা খাঁর আমল ভেবেছিস? পার-নাইট দু' টাকা। শীতকালে চার্জ বেশি। গরমকালে পার নাইট এক টাকা। মাসচুক্তির কোনো ব্যাপার নেই।

'ভাড়া নেয় কে?'

'সর্দার আছে। সর্দার নেয়। সিঅ্যান্ডবি-র দারোয়ান নেয়, পুলিশ নেয়, অনেক ভাগাভাগি। পুরোপুরি জানি না।'

'দু' টাকা ভাড়া দিয়ে কেউ থাকে?'

'অবশ্যই থাকে। কোনোটা খালি নেই। তা ছাড়া অনেক স্পেস। কোনো-কোনোটায় পুরো ফ্যামিলি আঁটে। চা খাবি?'

'তোর এখানে কি চা বানাবার ব্যবস্থা আছে?'

'আরে না! তবে কাছেপিঠেই আছে। ডাক দিলে দিয়ে যাবে। চা, সিগারেট, পান।'

'সুখে আছিস মনে হয়।'

'অবশ্যই সুখে আছি। কোনোরকম চিন্তা-ভাবনা নেই। কে কি বলল তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই — কী আরামের ঘুম যে হয়, তুই বিশ্বাস করতে পারবি না। আমার কি মনে হয় জানিস? আরামের ঘুম কী জিনিস এটা জানার জন্যেই আমাদের সবার কিছুদিনের জন্যে হলেও ভিখিরি হওয়া উচিত। তার উপর ভিখিরিদের মধ্যে কমিউনিটি ফিলিং যা আছে তারও তুলনা নেই। বাইরে থেকে আমাদের মনে হয় এক ভিখিরি অন্য ভিখিরিকে দেখতে পারে না, এটা খুবই ভুল কথা। সবাই সবার খোঁজ রাখে। ধর্, সিগারেট খা।'

WWW.BANGLABOOK.COM

'সিগারেট ধরেছিস?'

'হুঁ, ধরেছি। হাইকোর্ট মাজারের কাছে এক রাতে গাঁজা খেয়েছি। দু' টান দিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম। উঠলাম সকালে — হা হা হা।'

ইয়াদ গা দুলিয়ে হাসতে লাগল। আমি বললাম, নীতুর কথা মনে হয় না?

ইয়াদ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, না।

'একেবারেই না?'

'উঁহু। তুই বলায় মনে পড়ল।'

http://freebooks.50webs.com

WWW.BANGLABOOK.COM

'ও কেমন আছে জানতে চাস না?'

'ভাল আছে তো বটেই। খারাপ থাকবে কেন?'

'তোর আসল কাজ কেমন এগুচ্ছে?'

'এগুচ্ছে না। অবশ্যি আমি নিজেই গা করছি না। তাড়া তো কিছু নেই। হোক ধীরেসুস্থে। আগে ওদের মেইন স্ট্রীমের সঙ্গে মিশে নিই — তারপর।'

'ওদের মেইন স্ট্রীমের সঙ্গে এখনো মিশতে পারিসনি?'

'উঁহু। ওরা খুব চালাক, বুঝলি হিমু, চট করে ধরে ফেলে যে আমি ওদের একজন না। বাইরের কেউ।'

'কিছু বলে না?'

'না, কিচ্ছু বলে না। চুপ করে থাকে। তবে আমার মতো অনেকেই আছে।'

'বলিস কী!'

'নানান ধান্ধায় ভিখিরি সেজে ঘোরে। বিদেশী আছে বেশ কয়েকটা। এর মধ্যে একটা আছে নেদারল্যান্ডের, বিরাট চোর। চা খাবি কিনা তা তো বললি না। খাবি?'

'খাব।'

ইয়াদ চটের পর্দা সরিয়ে ডাকল, তুলসী, তুলসী, দু'টা চা।

'তুলসীকে দেখে রাখ্ — অসাধারণ একটা মেয়ে। আমি আমার জীবনে এত ভাল মেয়ে দেখিনি — কী যে বুদ্ধি! তোর তো অনেক বুদ্ধি, তোকেও সে এক হাটে কিনে অন্য হাটে বেচে ফেললে তুই টেরও পাবি না।'

'তুলসীর বয়স কত?'

'সাত-আট হবে। বেশি না।'

'ও কি ভিক্ষা করে?'

'গাবতলি বাসস্ট্যান্ডে চা বিক্রি করে। তুলসীর বাবা আর সে, দু'জনের ব্যবসা। ভাল রোজগার।'

WWW.BANGLABOOK.COM

তুলসী চা নিয়ে ঢুকল। মেয়েটার গায়ে সুন্দর গরম সুয়েটার। মাথার চুল লাল। স্বর্ণকেশী বালিকা। ইয়াদ বলল, তুলসী হল আমার খুবই ক্লোজ ফ্রেন্ড।

তুলসী আড়চোখে আমাকে দেখল, কিছু বলল না। ইয়াদ বলল, চায়ের কাপ থাক, পরে নিয়ে যাবি। হিমু, তুলসীকে কেমন দেখলি?

'ভাল।'

'মারাত্মক বুদ্ধি! কি করে বুঝলাম জানিস? তুলসী আমাকে বলল, দু'জন লোক আমার উপর নজর রাখছে। আমি কিচ্ছু বুঝিনি।'

WWW.BANGLABOOK.COM

'দু'জন তাহলে তোর উপর নজর রাখছে?'

'হুঁ। নীতুর কাণ্ড। আমাকে সারাক্ষণ চোখে-চোখে রাখা হল ওর অভ্যাস। কোনদিন দেখব টুটি-ফুটিকে নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।'

'উপস্থিত হলে কি করবি?'

ইয়াদ গম্ভীর গলায় বলল, সত্যি সত্যি উপস্থিত যদি হয়, তাহলে বলব, আমার সঙ্গে থেকে যাও নীতু।

'কি মনে হয় তোর, নীতু থাকবে?'

'কিছু বলা যায় না, থাকতেও পারে। এখানে থাকাটা কিন্তু আরামদায়ক। এক রাত থেকে যা, তুই নিজেই টের পাবি। থাকবি?'

'উঁহু, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।'

'কুপির ধোঁয়ায় দম বন্ধ হচ্ছে। কুপি নিভিয়ে দিলেই দেখবি — আরাম।'

ইয়াদ ফুঁ দিয়ে কুপি নিভিয়ে দিল। চারদিকে ঘন অন্ধকার। এমন অন্ধকার আমি আমার জীবনে দেখিনি।

'হিমু।'

'হুঁ।'

'ভিখিরিদের সঙ্গে আমার একদিন-দু'দিন থাকলে হবে না। অনেক দিন থাকতে হবে। এখনো ঠিকমতো ডাটা কালেক্ট শুরু করিনি, তবু অদ্ভুত অদ্ভুত তথ্য পাচ্ছি। একটা তোকে বলি — আমাদের ধারণা, মাসের এক-দুই তারিখের দিকে ভিখিরিরা বেশি ভিক্ষা পায়। লোকজনের হাতে বেতনের টাকা থাকে। তারা ভিক্ষা বেশি দেয়। ব্যাপার মোটেই তা না। সবচে' বেশি ভিক্ষা পায় মাসের শেষ সপ্তাহে। ইন্টারেস্টিং না?'

'হুঁ। ইন্টারেস্টিং।'

'রিসার্চের অনেক কিছু আছে। যারা ভিক্ষা দিচ্ছে তাদের নিয়েও রিসার্চ হওয়া দরকার। এই দিকে কোনো কাজই হয়নি। ভিক্ষুকদের মধ্যে শ্রেণীভেদ আছে, এটা জানিস?'

'জানি না, তবে আন্দাজ করতে পারি।'

'নাস্তিকতা যে ভিখিরিদের মধ্যে সবচে' বেশি এটা জানিস?'

'আঁচ করতে পারি।'

'ফ্যামিলি স্ট্রাকচার ওদের ভেঙে পড়েছে। স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে থাকে, আবার স্ত্রী অন্য কারো সঙ্গেও কিছুদিন থেকে স্বামীর কাছে ফিরে আসে। স্বামীর বেলাতেও

WWW.BANGLABOOK.COM

http://freebooks.50webs.com

WWW.BANGLABOOK.COM

এটা সত্যি — এরা সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এক সমাজ তৈরি করছে। সেই সমাজের আইনকানুন আলাদা। এরা যাযাবরদের মতো হয়ে যাচ্ছে। কোথাও একনাগাড়ে তিন রাতের বেশি থাকবে না। ঘুরে-ঘুরে বেড়াবে। তোর কাছে ইন্টারেস্টিং লাগছে?

'লাগছে।'

'ভিখিরিদের রোজগার সম্পর্কে আগে যে সমীক্ষা করেছিলাম সেটা পুরোপুরি ভুল। ভিখিরিদের মধ্যে নতুন মা যারা, অর্থাৎ যাদের বাচ্চার বয়স এক মাস-দু' মাস, তারা খুব ভাল রোজগার করতে পারে। তবে এইসব ক্ষেত্রে নতুন মা'র শরীর দুর্বল বলে বের হতে পারে না — বাচ্চাটা ভাড়া খাটে। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা দৈনিক ভাড়া। এত সব তথ্য পাচ্ছি যে তুই কল্পনাও করতে পারবি না। এইসব তথ্য নিতে-নিতেই এক জীবন কেটে যাবে।'

'এর মানে কি এই যে — তুই তোর জীবন এই গর্তে কাটিয়ে দিবি? নীতুর কাছে ফিরে যাবি না?'

ইয়াদ হাই তুলতে তুলতে বলল, দেখি।

'আমি আজ যাচ্ছি।'

'কাল আসবি?'

'বুঝতে পারছি না — আসতেও পারি। তোর কিছু লাগবে? লাগলে বল, নিয়ে আসব।'

'কিছু লাগবে না।'

'টাকাপয়সা লাগবে?'

'না। পকেটে রুমাল থাকলে রেখে যা। সর্দি হয়ে গেছে। রুমালের অভাবে সামান্য অসুবিধা হচ্ছে।'

ইয়াদের কাছ থেকে বের হয়ে বড় রাস্তায় নেমে দেখি গাড়ি নিয়ে ম্যানেজার অপেক্ষা করছে। আমি বললাম, আপনি এখনো যাননি? চলে যান।

WWW.BANGLABOOK.COM

'আপনাকে পৌঁছে দিয়ে যাই স্যার।'

'আমি হেঁটে বাড়ি ফিরব। পৌঁছে দিতে হবে না।'

'আপাকে কী বলব?'

'আমি কয়েকদিনের মধ্যে তাঁর সঙ্গে দেখা করব। যা বলার আমি তখন বলব।'

'উনি খুব অস্থির হয়ে আছেন স্যার।'

'বুঝতে পারছি।'

'আগামী কাল সকালের দিকে আসতে পারেন না?'

WWW.BANGLABOOK.COM

'না।'

'কবে নাগাদ আসবেন? ঠিক দিনটা বললে আমার জন্যে ভাল হয়। আপা জিজ্ঞেস করবেন, কিছু বলতে না পারলে রাগ করবেন।'

'ম্যানেজার হয়ে জন্মেছেন — বসের রাগ তো সহ্য করতেই হবে। ভিখিরি হয়ে জন্মালে কারোর ধার ধারতে হত না। বেঁচে থাকছেন যাদের দয়ার উপর তাদের সমীহ করতে হচ্ছে না, ইন্টারেস্টিং না?'

ম্যানেজার জবাব দিল না। দুঃখিত চোখে তাকিয়ে রইল। বেচারার জন্যে আমার মায়া লাগছে — কিন্তু কিছু করার নেই। নীতুর সঙ্গে দেখা করতে যাবার সময় হয়নি। নীতুকে অপেক্ষা করতে হবে।

http://freebooks.50webs.com

WWW.BANGLABOOK.COM

WWW.BANGLABOOK.COM

১১

রূপার চিঠি এসেছে। কী অবহেলায় খামটা মেঝেতে পড়ে আছে! আরেকটু হলে চিঠির উপর পা দিয়ে দাঁড়াতাম। খাম খুলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললাম — এতবড় কাগজে একটি মাত্র লাইন, তুমি কেমন আছ? নাম সই করেনি, তারিখ দেয়নি। চিঠি কোত্থেকে লেখা তাও জানার উপায় নেই। শুধু একটি বাক্য — তুমি কেমন আছ? প্রশ্নবোধক চিহ্নটি শাদা কাগজে কী কোমল ভঙ্গিতেই না আঁকা হয়েছে! আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললাম এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে হল রূপার আগের চিঠি পুরোটা পড়া হয়নি। কী লেখা ছিল সেই চিঠিতে? কোনোদিনও জানা যাবে না, কারণ চিঠি হারিয়ে ফেলেছি। নীতুকে জিজ্ঞেস করলে হয়তো জানা যাবে। চিঠিটা নীতু পড়েছে। নীতুর কাছে যেতে হবে। যেতে ভরসা পাচ্ছি না, কারণ ইয়াদের খোঁজ পাচ্ছি না। সে তার আগের জায়গায় নেই। তুলসী মেয়েটি ছিল। সে কিছু জানে না কিংবা জানলেও কিছু বলছে না।

নীতুর ম্যানেজারও জানে না। নীতু যাদের ইয়াদের পেছনে লাগিয়ে রেখেছিল তাদের ফাঁকি দিয়ে ইয়াদ সটকে পড়েছে। যে-মানুষ ভোল পাল্টে ঢাকার ভিক্ষুকদের সঙ্গে মিশে গেছে তাকে খুঁজে বের করা খুব সহজ হবার কথা না। নীতু এবং তার আত্মীয়স্বজনরা সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। বিত্তবানদের শক্তি তুচ্ছ করার বিষয় নয়। এরা একদিন ইয়াদকে খুঁজে বের করবে। নীতু যখন তার সামনে এসে দাঁড়াবে তখন ইয়াদকে মাথা নিচু করে তার সঙ্গেই যেতে হবে, কারণ নীতুর আছে ভালবাসার প্রচণ্ড শক্তি। এই শক্তি অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা ঈশ্বর মানুষকে দেননি। এই ক্ষমতা তিনি শুধু তাঁর কাছেই রেখে দিয়েছেন।

WWW.BANGLABOOK.COM

ইয়াদ কোনো সমস্যা নয়। সমস্যা হল মোরশেদ। সেও উধাও হয়ে গেছে। মজনু মিয়ার ভাতের হোটেলে সে খেতে আসে না। পুরানো বাসায় যায় না। তাঁর আত্মীয়স্বজনদের ঠিকানা জানি না। তবে সে তার আত্মীয়স্বজনদের কাছে যাবে, তাও মনে হয় না।

সে একমাত্র এষার কাছেই যেতে পারে। কেন জানি মনে হচ্ছে তার কাছেও যায়নি। বড় শহরে হঠাৎ হঠাৎ কিছু লোকজন হারিয়ে যায় — কেউ তাদের কোনো খোঁজ দিতে পারে না। মোরশেদও কি হারিয়ে গেছে? অদৃশ্য হয়ে গেছে? প্রকৃতি

WWW.BANGLABOOK.COM

মানুষকে অনেক ক্ষমতা দিয়েছে। অদৃশ্য হবার ক্ষমতা দেয়নি। তবে মানুষের সেই অক্ষমতা প্রকৃতি পুষিয়ে দেবার ব্যবস্থাও করেছে — কেউ অদৃশ্য হতে চাইলে প্রকৃতি সেই সুযোগ করে দেয়।

একদিন গেলাম এষাদের বাড়ি। এষা দরজা খুলে আনন্দিত গলায় বলল, আরে আপনি!

'কেমন আছেন?'

'ভাল আছি। ঐ যে আপনি গেলেন আর খোঁজ নেই। দাদীমা রোজ একবার জিজ্ঞেস করে লোকটা এসেছে?'

'উনি কি আছেন?'

'না, নেই। আমার কি ধারণা জানেন, আমার ধারণা আপনি খোঁজখবর নিয়ে আসেন। যখন দাদীমা থাকে না, তখনি উপস্থিত হন। আসুন, ভেতরে আসুন।'

আজ এষাকে অনেক হাসিখুশি লাগছে। মনে হচ্ছে তার বয়সও কমে গেছে। উজ্জ্বল রঙের শাড়ি পরেছে। তবে আজো খালি পা।

'ঐদিন আপনি দাদীমাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। উনার অষুধপত্র লেগেছিল। আপনি কিনে দিলেন। দাদীমা ঐ টাকা আপনাকে দিতে চাচ্ছেন। সে জন্যেই তিনি আপনাকে এত খোঁজ করছেন। আমি দাদীমাকে বললাম, তুমি শুধু-শুধু ব্যস্ত হচ্ছ — টাকা দিলেও উনি নেবেন না।'

'টাকা নেব না এই ধারণা আপনার কেন হল?'

'আপনাকে দেখে, আপনার কথাবার্তা শুনে মনে হয়েছে। আমি মানুষকে দেখে অনেক কিছু বুঝতে পারি।'

'না, বুঝতে পারেন না। টাকা আমি নেব। সব মিলিয়ে একচল্লিশ টাকা খরচ হয়েছে। আজ আমি টাকাটা নিতেই এসেছি।'

'আপনি সত্যি বলছেন?'

WWW.BANGLABOOK.COM

'হ্যাঁ।'

'বসুন, টাকা নিয়ে আসছি।'

এষা টাকা নিয়ে এল। আমি উঠে দাঁড়ালাম। এষা বলল, আপনি বসুন। আমি আবার বসলাম। এষা বসল আমার সামনে। সহজ গলায় বলল, আপনার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না। আমি সামনের সপ্তাহে দেশের বাইরে চলে যাচ্ছি। আমেরিকার নিউজার্সিতে আমার মেজো ভাই থাকেন। ইমিগ্রেন্ট। তিনি আমার জন্যে গ্রীন কার্ডের ব্যবস্থা করেছেন। আমি তাঁর কাছে চলে যাব।

WWW.BANGLABOOK.COM

'বাহ্, ভাল তো!'

'ভাল-মন্দ জানি না। ভাল-মন্দ নিয়ে মাথা ঘামাইনি।'

'ভাল হবারই সম্ভাবনা। নতুন দেশে, সম্পূর্ণ নতুন করে জীবন শুরু করতে পারবেন। এখানে থাকলে হঠাৎ-হঠাৎ পুরানো স্মৃতি আপনাকে কষ্ট দেবে। হয়তো হঠাৎ একদিন মোরশেদের সঙ্গে পথে দেখা হল। আপনি কি বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না, তিনিও ভেবে পাচ্ছেন না। কিংবা ধরুন খিলগাঁয় আপনাদের বাসার সামনে দিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ মনে হল, আরে, এই বাড়ির বারান্দায় চেয়ার পেতে জোছনা রাতে দু'জন বসে কত গল্প করেছি . . .'

এষা আমাকে থামিয়ে দিয়ে তীক্ষ্ণ গলায় বলল, এসব আমাকে কেন বলছেন?

'এম্নি বলছি।'

'শুনুন হিমু সাহেব! আপনি খুব সূক্ষ্মভাবে আমার মধ্যে একধরনের অপরাধবোধ সৃষ্টির চেষ্টা করছেন।'

'চেষ্টা করতে হবে কেন? আপনার ভেতর এম্নিতেই কিছু অপরাধবোধ আছে। দেশ ছেড়ে চলে যাবার পেছনেও এই অপরাধবোধ কাজ করছে।'

'সেটা নিশ্চয়ই দূষণীয় নয়।'

'দূষণীয়। মানুষকে পুরোপুরি ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে এমন ক'টি জিনিসের একটি হল অপরাধবোধ। আপনি এই অপরাধবোধ ঝেড়ে ফেলুন।'

'কীভাবে ঝেড়ে ফেলব?'

'দেশ ছেড়ে যাবার আগে মোরশেদ সাহেবের সঙ্গে একটা সহজ সম্পর্ক তৈরি করুন। কথা বলুন, গল্প করুন। তার একটি চাকরির ব্যবস্থা করে দেয়া যায় কিনা দেখুন। চাকরি খোঁজার ব্যাপারে আমি আপনাকে সাহায্যও করতে পারি। কিছু ক্ষমতাবান মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে।'

'হিমু সাহেব! আপনি অনেক অদ্ভুত কথা বলছেন। আমি এর কোনোটিই করব না। এগারো তারিখ বেলা তিনটায় আমার ফ্লাইট। আমি অসম্ভব ব্যস্ত। তা ছাড়া ইচ্ছাও নেই।'

WWW.BANGLABOOK.COM

'টিকিট কাটা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, মেজো ভাই টিকিট পাঠিয়েছেন। বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইট।'

আমি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললাম, এষা, আপনি কিন্তু যেতে পারবেন না। আপনাকে থাকতে হবে এই দেশেই।

'তার মানে?'

WWW.BANGLABOOK.COM

'মানে আমি জানি না। আমি মাঝে-মাঝে চোখের সামনে ভবিষ্যৎ দেখতে পাই। আমি স্পষ্ট দেখছি আপনি মোরশেদ সাহেবের হাত ধরে বিরাট একটা আমগাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছেন।'

'আপনি কি আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছেন?'

'ভয় দেখাচ্ছি না। কি ঘটবে তা আগেভাগে বলে দিচ্ছি।'

'প্লীজ, আপনি এখন যান। আপনার সঙ্গে আমার কথা বলাই ভুল হয়েছে। শুনুন হিমু সাহেব, এগারো তারিখ বেলা তিনটায় আমার ফ্লাইট — আপনার কোনো ক্ষমতা নেই আমাকে আটকানোর। প্লীজ এখন যান। আর কখনো এখানে এসে আমাকে বিরক্ত করবেন না।'

আমাকে দু'টা টেলিফোন করতে হবে। রিকশা নিয়ে তরঙ্গিণী স্টোরে উপস্থিত হলাম। নতুন ছেলেটা কঠিন চোখে তাকাচ্ছে। আমি বললাম, বল পয়েন্ট কিনতে এসেছি। এই নিন দশ টাকা। ছেলেটার কঠিন চোখে ভয়ের ছায়া পড়ল। সে আমাকে বুঝতে পারছে না। বুঝতে পারছে না বলেই ভয় পাচ্ছে।

'কয়েকদিন আগে এক ম্যানেজার সাহেবকে কলম কিনতে পাঠিয়েছিলাম। এসেছিল?'

ছেলেটা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। তার চোখে ভয় আরো গাঢ় হচ্ছে।

'সেই কলমেও লেখা হচ্ছে না বলেই আরেকটা কেনার জন্যে আসা।'

'ভাইজান, আপনার পরিচয় কি?'

'আমার কোনো পরিচয় নেই। আমি কেউ না। আমি হলাম নোবডি। টেলিফোন ঠিক আছে?'

'জ্বি আছে।'

'দু'টা টেলিফোন করব।'

WWW.BANGLABOOK.COM

প্রথম টেলিফোন বাদলকে। বাদল চমকে উঠে চিৎকার করল — কে, হিমুদা না?

'হুঁ।'

'কোত্থেকে টেলিফোন করছ?'

'কোত্থেকে আবার? জেলখানা থেকে।'

'জেলখানা থেকে টেলিফোন করতে দেয়?'

'দেয় না, তবে আমাকে দিয়েছে। জেলার সাহেব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।'

WWW.BANGLABOOK.COM

'তা তো দেবেনই। তুমি চাইলে কে "না" বলবে! তোমার কতদিনের জেল হয়েছে?'

'ছ' মাস।'

'সে কী! বাবা যে বলল, এক বছর।'

'এক বছরেরই হয়েছিল। ভাল ব্যবহারের জন্যে মাফ পেয়েছি।'

'তা হলে তোমার সঙ্গে আর মাত্র তিন মাস পর দেখা হবে।'

'হ্যাঁ।'

'আমার দারুণ লাগছে। গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।'

'তুই আমার একটা কাজ করে দে বাদল। একজন লোককে খুঁজে বের করে দে। তাঁর নাম মোরশেদ।'

'কোথায় খুঁজব?'

'কোথায় যে সে আছে বলা মুশকিল। তবে আমার মনে হয় ১৩২ নম্বর খিলগাঁয় একতলা একটা বাড়ির সামনে সে গভীর রাতে একবার-না-একবার আসে। ঐ বাড়ির সামনে ফাঁকা জায়গাটায় সে একটা আমগাছ দেখতে পায়। আসলে কোনো গাছ নেই, কিন্তু লোকটা দেখে। গাছটা দেখার জন্যেই সে প্রতিরাতে একবার সেখানে যাবে। আমার তাই ধারণা।'

'বল কী!'

'ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। জেল থেকে বের হয়ে তোকে সব গুছিয়ে বলব। এখন তোর কাজ হচ্ছে ঐ লোকটাকে বের করা। এবং তাঁকে বলা সে যেন অবশ্যি ১১ তারিখ বেলা তিনটার আগেই এয়ারপোর্টে বসে থাকে।'

'কেন হিমুদা?'

'একজন মহিলা ঐ সময় দেশ ছেড়ে যাবেন। লোকটার সঙ্গে মহিলার দেখা হওয়া উচিত। বলতে পারবি না?'

WWW.BANGLABOOK.COM

'অবশ্যই পারব। শুধু যে পারব তা না — আমি নিজেও এয়ারপোর্টে যাব।'

'তোকে যেতে হবে না। তুই শুধু খবরটা দে।'

আমি টেলিফোন নামিয়ে রাখলাম। মোরশেদ সাহেবকে আমি নিজেও খুঁজে বের করতে পারতাম, কিন্তু আমার অন্য কাজ আছে। আমাকে যেতে হবে ইয়াদের সন্ধানে। নীতুর সঙ্গেও দেখা করতে হবে।

http://freebooks.50webs.com

WWW.BANGLABOOK.COM

১২

ইয়াদের বাড়ি সব সময় আলোয় আলোয় ঝলমল করে। সন্ধ্যার পর থেকেই এরা বোধহয় সব ক'টা বাতি জ্বালিয়ে রাখে। আজ ওদের বাড়ি অন্ধকার। গেট থেকে গাড়ি-বারান্দা পর্যন্ত রাস্তার দু'পাশের বাতিগুলো পর্যন্ত নেভানো। শুধু বারান্দায় বাতি জ্বলছে। আমি গেটের দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করলাম, কেউ নেই নাকি?

'আপা আছেন।'

'কুকুর দু'টা কোথায় — টুটি-ফুটি?'

'ওরা বান্ধা আছে। ভয় নাই, যান।'

ভয় নেই বললেই ভয় বেশি লাগে। আমি ভয়ে-ভয়ে এগুচ্ছি। বারান্দায় বেতের চেয়ারে নীতুকে বসে থাকতে দেখলাম। আজ তার গায়ে শাদা রঙের শাড়ি। শাদা শাড়িতে নীল ফুলের সুতার কাজ। গায়ের চাদরটাও শাদা। শাদা রঙ মেয়েদের এত মানায় আজ প্রথম জানলাম। নীতু আমাকে দেখে উঠে এল। সহজ গলায় বলল, আসুন।

'ভাল আছেন?'

'হ্যাঁ, ভাল। এখানে বসবেন, না ভেতরে যাবেন?'

'বারান্দাই ভাল।'

'হ্যাঁ, বারান্দাই ভাল। আপনি কি লক্ষ করেছেন বেশির ভাগ সময় আমি বারান্দায় বসে থাকি?'

WWW.BANGLABOOK.COM

'আমি লক্ষ করেছি।'

'আপনার তাড়া নেই তো? আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে। আমি চা দিতে বলি। টুটি-ফুটিকে খাবার দিয়ে আসি। আমি খাবার না দিলে ওরা কিছু খায় না।'

নীতু উঠে গেল। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। ভেবেছিলাম নীতুকে খুব আপসেট দেখব। সে রকম মনে হচ্ছে না। আপসেট যদি হয়েও থাকে নিজেকে সামলে নিয়েছে। আমি লক্ষ করেছি ছোটখাট ব্যাপারে যারা অস্থির হয়, বড় ব্যাপারগুলিতে তারা মোটামুটি ঠিক থাকে।

http://freebook.50webs.com

WWW.BANGLABOOK.COM

ঘরে তৈরি সমুচা এবং পটভর্তি চা। ট্রে নীতু নিয়ে এসেছে। এই কাজ সে কখনো করে না। খাবার আনার অন্য লোক আছে।

'সমুচাগুলি এইমাত্র ভাজা হয়েছে, খান। ভাল লাগবে। সঙ্গে টক দেব?'

'না। টুটি-ফুটিকে খাবার দেয়া হয়েছে?'

'দেয়া হয়েছে।'

'ওরাও কি সমুচা খাচ্ছে?'

'না, ওরা সেদ্ধ মাংস খাচ্ছে। হলুদ দিয়ে সেদ্ধ করা মাংস। দিনে ওরা একবারই খায়।'

আমি সমুচা খেতে-খেতে বললাম, বিলেতি কুকুর একবার খায়, কিন্তু দেশীগুলি সারাক্ষণ খায় — কিছু পেলেই খেয়ে ফেলে।

'ট্রেনিং দেয়া হয় না বলে সারাদিন খায়। ট্রেনিং দিলে ওরাও একবেলা খেত। চা ঢেলে দেব?'

'দিন।'

নীতু চা ঢেলে কাপ এগিয়ে দিল। আমি লক্ষ করলাম, শাদা শাড়ির সঙ্গে মিলিয়ে নীতু কানে মুক্তার দুল পরেছে।

'মিষ্টি হয়েছে?

'হয়েছে।'

নীতু চেয়ারে সোজা হয়ে বসল। বড় করে নিঃশ্বাস নিল। মনে হচ্ছে সে এখন কঠিন কিছু কথা বলবে।

'আপনি গিয়েছিলেন ইয়াদের কাছে?'

'জ্বি।'

'তাকে বলেছিলেন পাগলামি বন্ধ করে ঘরে ফিরে আসতে?'

'না।'

WWW.BANGLABOOK.COM

'আমিও তাই ভেবেছিলাম। আপনি তাকে দেখে খুব মজা পেয়েছেন। একজনকে শুধু কথায় ভুলিয়ে ভিখিরিদের সঙ্গে ভিড়িয়ে দেয়া তো সহজ কাজ না। কঠিন কাজ। সবাই পারে না। আপনি পারেন।'

আমি হাই তুলতে-তুলতে বললাম, আমি ওকে কিছু বলিনি, কারণ বলার প্রায়োজন দেখিনি।

'কেন প্রয়োজন দেখেননি?'

http://freebooks.50webs.com

WWW.BANGLABOOK.COM

'ও ফিরে আসবে। ওর প্রতি আপনার ভালবাসা প্রবল, সেই ভালবাসা অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা ওর নেই।'

'বড়-বড় কথা বলে আমাকে ভোলাতে চাচ্ছেন?'

'না । যা সত্যি তাই বললাম।'

'যা সত্যি তা আপনি কাউকে বলেন না, কারণ সত্যটা কি তা আপনি নিজেও জানেন না। আপনি বিভ্রম তৈরি করতে পারেন বলেই বিভ্রমের কথা বলেন। আমি খুব বিনীতভাবে আপনাকে একটা চিঠি লিখেছিলাম। আশা করেছিলাম আপনি আসবেন। আসেননি। ইয়াদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন — তাও আমার কারণে যাননি। ইয়াদকে আপনি কানে মন্ত্র দিয়েছেন — তাকে বলেছেন যে দু'জন লোক তার পেছনে লাগানো আছে। যে জন্যে সে ভোররাতে সবার চোখে ধুলা দিয়ে পালিয়ে যায়। আমি কি ঠিক বলছি না? চুপ করে থাকবেন না। উত্তর দিন।'

আমি বললাম, একটা সিগারেট কি খেতে পারি?

নীতু নরম গলায় বলল, অবশ্যই খেতে পারেন। আপনার বন্ধু গাঁজা খেয়ে মাঠে পড়ে ছিল, আপনি সিগারেট খাবেন না কেন? তবে ভাববেন না আপনাকে আমি সহজে ছেড়ে দেব। আপনাকে আমি কঠিন শাস্তি দেব।

'কি শাস্তি?'

'আপনি তো ভবিষ্যৎ বলে বেড়ান। কাজেই আপনি নিজেই অনুমান করুন। দেখি আপনার অনুমান ঠিক হয় কি না।'

'অনুমান করতে পারছি না।'

'চা খাবেন আরেক কাপ? পটে চা আছে।'

'না, আর খাব না। আমি এখন উঠব। আর আপনি দুঃশ্চিন্তা করবেন না। ইয়াদ চলে আসবে।'

'সান্ত্বনার জন্যে ধন্যবাদ।'

WWW.BANGLABOOK.COM

নীতু হাসল। কিন্তু তার চোখ অসুস্থ মানুষের চোখের মতো ঝকঝক করছে। আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। নীতু বলল, আপনাকে কি শাস্তি দেব তা না বলেই চলে যাচ্ছেন যে! অনুমান করতে পারছেন না?

'না।'

'একটু চেষ্টা করুন। চেষ্টা করলেই পারবেন।'

'পারছি না।'

'আচ্ছা যান।'

WWW.BANGLABOOK.COM

নীতু উঠে দাঁড়াল। আমি গেটের দিকে এগুচ্ছি — এবং ভয় পাচ্ছি। অকারণ তীব্র ভয়। মনে হচ্ছে শরীর ভারী হয়ে এসেছে। ঠিকমতো পা ফেলতে পারছি না। গেটের প্রায় কাছাকাছি চলে যাবার পর বুঝতে পারলাম নীতু কী শাস্তি দিতে যাচ্ছে। একবার ইচ্ছা করল চেঁচিয়ে বলি — 'না নীতু, না।'

তার সময় পাওয়া গেল না — টুটি-ফুটি উল্কার মতো ছুটে এল। মাটিতে পড়ে যাবার আগে এক ঝলক দেখলাম বারান্দায় আঙুল উঁচিয়ে নীতু দাঁড়িয়ে আছে। ধবধবে শাদা পোশাকে তাকে দেখাচ্ছে দেবী প্রতিমার মতো। নীতু হিসহিস করে বলল, **Kill him. Kill him.**

http://freebooks.50webs.com

WWW.BANGLABOOK.COM

WWW.BANGLABOOK.COM

১৩

আমি বাস করছি অন্ধকারে এবং আলোয়। চেতন এবং অবচেতন জগতের মাঝামাঝি। Twilight zone. আমার চারপাশের জগৎ অস্পষ্ট। আমি কি বেঁচে আছি? আমাকে ঘিরে অনেক লোকের ভিড়। এটা কি কোনো হাসপাতাল? আমার কোনো ক্ষুধাবোধ নেই, কিন্তু প্রবল তৃষ্ণা। পানি পানি বলে চিৎকার করতে ইচ্ছা করছে। চিৎকার করতে পারছি না। স্বপ্ন ও সত্য একাকার হয়ে গেছে। বাস্তব এবং কল্পনা পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে এগুচ্ছে। আমি এদের আলাদা করতে চেষ্টা করছি, কিন্তু পারছি না।

মোটা গম্ভীর স্বরে একজন কেউ বলছেন,

'হিমু সাহেব! হিমু সাহেব। আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? জবাব দেবার দরকার নেই — জবাব দেবার চেষ্টা করবেন না। শুধু একটু আঙুল নাড়ানোর চেষ্টা করুন। আমি আপনার ডাক্তার। আপনি যদি আমার কথা শুনতে পান তাহলে পায়ের আঙুল নাড়ানোর চেষ্টা করুন।'

আমি প্রাণপণে পায়ের আঙ্গুল নাড়াতে চেষ্টা করি। পারি কি পারি না বুঝতে পারি না। মোটা গলার ডাক্তার সাহেবের কথাও শুনতে পাই না। আশেপাশে সব শব্দ অস্পষ্ট হয়ে আসে — তখন গভীর কোনো নৈঃশব্দ থেকে আমার বাবার গলা শুনতে পাই —

'খোকা! খোকা! আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস? শুনতে পেলে আঙুল-ফাঙুল নাড়াতে হবে না। মনে-মনে বল শুনতে পাচ্ছি। তা হলেই আমি বুঝব। শুনতে পাচ্ছিস খোকা?'

WWW.BANGLABOOK.COM

'পাচ্ছি। তুমি আমাকে খোকা ডাকছ কেন? তুমিই তো নাম দিলে হিমালয়।'

'তোর মা খোকা ডাকত — এই জন্যে ডাকছি। শোন্ খোকা, তোর অবস্থা তো কাহিল — টুটি-ফুটি তোর পেটের নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে ফেলেছে। আমি অবশ্যি খুব খুশি।'

'তুমি খুশি?'

'খুব খুশি। মহাপুরুষ হবার একটি ট্রেনিং বাকি ছিল — তীব্র শারীরিক যন্ত্রণার ট্রেনিং। সেটি হচ্ছে।'

WWW.BANGLABOOK.COM

'আমি কি মারা যাচ্ছি?'

'বলা মুশকিল। ফিফটি-ফিফটি চান্স। এটাও ভাল হল — ফিফটি-ফিফটি চান্সে দীর্ঘদিন থাকার দরকার আছে। এ এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা!'

'বাবা, তুমি কি সত্যি আমার সঙ্গে কথা বলছ, না এসব আমার মনের কল্পনা?'

'এটাও বলা মুশকিল, ফিফটি-ফিফটি চান্স। শতকরা পঞ্চাশ ভাগ সম্ভাবনা, পুরোটি তোর অসুস্থ থাকার কল্পনা। আবার পঞ্চাশ ভাগ সম্ভাবনা আমি কথা বলছি তোর সঙ্গে। বেশিক্ষণ কথা বলতে পারব না, খোকা। ওরা তোকে মর্ফিয়া দিচ্ছে। তুই এখন ঘুমিয়ে পড়বি।'

'আজ কী বার বাবা? কত তারিখ?'

'জানি না। তোরও জানার দরকার নেই। আমি এবং তুই আমরা দু'জনই এখন বাস করছি সময়হীন জগতে। এই জগতটা অদ্ভুত খোকা। ভারি অদ্ভুত। এই জগতে সময় বলে কিছু নেই। আলো নেই, অন্ধকার নেই . . . কিছুই নেই . . . '

'আমার তারিখ জানার খুব দরকার। এগারো তারিখ এষা চলে যাবে। মোরশেদ সাহেবের এয়ারপোর্টে যাবার কথা। উনি কি গেছেন? এষা কি তাঁর সঙ্গে ফিরে এসেছে?'

'তুই কি চাস সে ফিরে আসুক?'

'চাই।'

'তা হলে ফিরে এসেছে। সময়হীন জগতের মজা হচ্ছে, এই জগতের বাসিন্দারা যা চায় — তাই হয়। সমস্যা হচ্ছে এই জগতের কেউ কিছু চায় না।'

'হিমু সাহেব! হিমু সাহেব! আমি আপনার ডাক্তার। আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? শুনতে পেলে পায়ের আঙুল নাড়ান। গুড, ভেরি গুড। দেখি, এবার হাতের আঙুল নাড়ান। কষ্ট হলেও চেষ্টা করুন। আপনি পারবেন। আপনি অবশ্যই পারবেন। ভেঙে পড়লে চলবে না — আপনাকে মনে জোর রাখতে হবে। সাহস রাখতে হবে।'

WWW.BANGLABOOK.COM

একসময় আমার জ্ঞান ফেরে। ডাক্তার চোখের বাঁধন খুলে দেন। আমি অবাক হয়ে চারপাশের অসহ্য সুন্দর পৃথিবীকে দেখি। ফিনাইলের গন্ধভরা হাসপাতালের ঘরটাকে ইন্দ্রপুরীর মতো লাগে। মায়াময় একটি মুখ এগিয়ে আসে আমার দিকে

'ছোটমামা, আমাকে কি চিনতে পারছেন? আমি মোরশেদ। চিনতে পারছেন?'

WWW.BANGLABOOK.COM

'পারছি। এষা কোথায়?'

' ও বারান্দায় আছে। ভেতরে আসতে লজ্জা পাচ্ছে। ওকে কি ডাকব?'

'না, ডাকার দরকার নেই।'

'আপনি কথা বলবেন না, ছোটমামা। আপনার কথা বলা নিষেধ।'

আমি কথা বলি না। চোখ বন্ধ করে ফেলি — আবারো তলিয়ে যাই গভীর ঘুমে। ঘুমের ভেতরই একটা বিশাল আমগাছ দেখতে পাই। সেই গাছের পাতায় ফোঁটা-ফোঁটা জোছনা বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ছে। হাত ধরাধরি করে দু'জন হাঁটছে গাছের নিচে। মানব ও মানবী। কারা এরা? কি ওদের পরিচয়? দু'জনকেই খুব পরিচিত মনে হয়। কোথায় যেন দেখেছি — আবার মনে হয়, না তো, এদের তো কোনোদিন দেখিনি! অনেক দূর থেকে চাপা হাসির শব্দ ভেসে আসে। আমি চমকে উঠে বলি, কে আপনি? কে?

ভারী গম্ভীর গলায় উত্তর আসে। আমি কেউ না, I am nobody !

WWW.BANGLABOOK.COM